بسم الله الرحمن الرحيم

হে সম্মানিত আলেমবৃন্দ, হে ওয়ারাসাতুল আম্বিয়া!

ধর্মনিরপেক্ষ ও গণতান্ত্রিক শাসকগোষ্ঠীর সাথে সমঝোতার পথ পরিহার করে খিলাফতে রাশিদাহ্ পুনঃপ্রতিষ্ঠার পথে জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করুন

আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা রমযান মাসে পবিত্র কুর'আন নাযিল করেছেন মানবজাতির পথ-নির্দেশ হিসেবে; **"আলিফ-লাম-রা; (কুর'আন) এমন একটি গ্রন্থ যা আমি আপনার প্রতি নাযিল করেছি – যাতে আপনি মানুষকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে বের করে আনেন-পরাক্রান্ত, প্রশংসারযোগ্য পালনকর্তার নির্দেশে তাঁরই পথের দিকে"** [সূরা ইব্রাহীম : ১]। আর আপনারা হলেন ওয়ারাসাতুল আম্বিয়া, যাদের দায়িত্ব হচ্ছে কুর'আন এবং সুন্নাহ্ দ্বারা মানবজাতিকে বিশেষ করে মুসলিমদেরকে আলোকিত করা এবং হিদায়েতের পথে পরিচালিত করা। অথচ, এই রমযান মাসেই দুটি বিষয় প্রত্যেক ধর্মপ্রাণ মুসলিমের হৃদয়ে রক্তক্ষরণ করেছে এবং এই কল্যাণময় মাসকে শোকাবহ করেছে। এক: মুসলিম ও ইসলামবিদ্বেষী হাসিনা সরকার লকডাউনের নামে তারাবী নামায আদায়ে বিধিনিষেধ আরোপসহ ইবাদতে বাধা সৃষ্টি করে, যা মুসলিমদের মধ্যে ব্যাপক ক্ষোভ সৃষ্টি করে; ঠিক যেভাবে দখলদার ইহুদিগোষ্ঠী করোনার অজুহাতে মুসলিমদের প্রথম কিবলা আল-আক্সা মসজিদেও ফিলিস্তিনের মুসলিমদেরকে তারাবী নামায আদায় করতে বিধি-নিষেধ আরোপ করে এবং মুসলিমদের ব্যাপক বিক্ষোভের মুখে বিধিনিষেধ প্রত্যাহার করতে বাধ্য হয়। দুই: হাসিনা সরকার অসংখ্য আলেমদের নির্বিচারে গ্রেপ্তার ও হয়রানী করছে, মিথ্যা মামলা দিয়ে মসজিদ-মাদ্রাসাসমূহকে অভিভাবকশূন্য করার অপচেষ্টা করছে, দুর্বৃত্ত নিরাপত্তা বাহিনী এমন ভয়ের পরিবেশ সৃষ্টি করছে যাতে মসজিদের ইমাম ও মাদ্রাসার শিক্ষকগণ মসজিদ-মাদ্রাসায় কুর'আন-হাদিসের আলোচনা বন্ধ রাখতে বাধ্য হন।

হে সম্মানিত আলেমবৃন্দ! হাসিনা সরকার শুধু আপনাদেরকে গ্রেপ্তার ও হয়রানী করেই সন্তুষ্ট হয়নি, তারা মাদ্রাসার শিক্ষক ও ছাত্রদের রাজনীতি নিষিদ্ধ করেছে। সরকার কেন আপনাদের প্রতি এতটা শত্রুতাপূর্ণ হয়ে গেল? কারণ আপনারা ঈমানী দায়িত্ব থেকে সরকারের ইসলাম, মুসলিম এবং দেশবিরোধী অপকর্মের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছেন। রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন, **"নিশ্চয়ই, আল্লাহ্'র কসম, তোমরা সৎকাজের আদেশ দাও ও অসৎকাজকে নিষেধ কর, এবং অত্যাচারীর হাতকে পাকড়াও কর এবং তাকে ন্যায় ও সত্য পথে রাখ, তা না করলে, আল্লাহ্ তোমাদের কারও কারও হৃদয়কে তাদের (অত্যাচারীর) হৃদয়ের অন্তর্ভুক্ত করবেন এবং তোমাদেরকে অভিশপ্ত করবেন যেমনটি তাদেরকে অভিশপ্ত করেছেন"** [আবু দাউদ ও আত-তিরমিযী]। আপনারা নিশ্চয় ভুলে যাননি, আপনারা যখন ঈমান-আক্বীদা রক্ষার দাবীতে জনগণকে সাথে নিয়ে শাপলা চত্বরে সমবেত হলেন, তখন সরকার তথাকথিত "তান্ডব"-এর নাটক সাজিয়ে বৈদ্যুতিক আলো নিভিয়ে ধর্মপ্রাণ মুসলিমদের উপর হত্যাকান্ত চালিয়েছিল, আলেম-ওলামাদের নামে হাজার-হাজার মিথ্যা মামলা দিয়ে দিনের পর দিন হয়রানী করেছিল। অথচ হাসিনা সরকার তার রাজনৈতিক স্বার্থে আপনাদেরকে ব্যবহার করে তথাকথিত "শুকরানা" মাহফিল আয়োজন করে। আপনারা প্রত্যক্ষ করেছেন, মুসলিমদের হত্যাকারী নব্য রাজা দাহির মোদীর আগমনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদকারী তৌহিদী জনতাকে হত্যা করেই ক্ষান্ত হয়নি, বরং এই প্রতিবাদকে তথাকথিত "হেফাজতের তান্ডব" আখ্যা দিয়ে আপনাদেরকে নির্বিচারে হয়রানী ও গ্রেপ্তার করে যাচ্ছে; এবং বিভিন্ন অপবাদ দিয়ে আপনাদেরকে দমন ও জনবিচ্ছিন্ন করার অপচেষ্টা চালাচ্ছে। অন্যদিকে, ধর্মনিরপেক্ষ-গণতান্ত্রিক বিরোধীদলীয় রাজনৈতিকগোষ্ঠী আপনাদের ঈমান-আক্বীদা রক্ষার আন্দোলন কিংবা মোদিবিরোধী আন্দোলনকে সমর্থন করে না, বরং তারা আপনাদের প্রতি সস্তা সহানুভূতি দেখিয়ে আপনাদের শক্তিকে ব্যবহার করতে চায়।

প্রকৃতপক্ষে, আল্লাহ্দ্রোহী ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের অনুসারী সরকারদলীয় ও বিরোধীদলীয় কোন শাসকগোষ্ঠীই ইসলাম ও মুসলিমদের স্বার্থরক্ষা করবে না, বরং তারা ইসলামকে তাদের রাজনৈতিক স্বার্থ হাসিলের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করবে, এটাই স্বাভাবিক। বর্তমান ধর্মনিরপেক্ষ ব্যবস্থায় আপনারা এতটাই অপমানিত যে, আপনাদেরকে শাপলা চত্বরে আলেম হত্যাকারী হাসিনা সরকারের সাথে রাজনৈতিক সমঝোতা করে দাওরায়ে হাদীসকে মাস্টার্সের সমতুল্য হিসাবে স্বীকৃতি আদায় করতে হয়েছে। আপনাদেরকে নির্বিচারে গ্রেপ্তার-হয়রানী করার পর এখন সরকার এই সনদ কেড়ে নেয়ার ভয় দেখাচ্ছে, যাতে আপনাদেরকে আরও অনুগত ও নতজানু করা যায়। এখন তারা তুচ্ছ অনুদানের নামে কওমি মাদ্রাসাগুলোকে নিয়ন্ত্রণের পরিকল্পনাও করছে। যেখানে দেশবাসীর কাছে হাসিনা হচ্ছে যুলুমের জননী, সেখানে তুচ্ছ স্বার্থের বিনিময়ে আপনাদের কতিপয় নেতা তাকে "কওমি জননী" আখ্যা দিয়েছিল – আর আজ আপনাদের কি পরিণতি? হাসিনা সরকার ক্ষমতায় আসার পূর্বে আপনাদের সমর্থন আদায় করতে কুর'আন-সুন্নাহ্বিরোধী কোন আইন পাশ করবে না বলে ওয়াদা করেছিল, অথচ ক্ষমতায় এসে বর্তমান হাসিনা সরকারের শিক্ষামন্ত্রী আপনাদেরকে "নারীবিদ্বেষী" আখ্যা দিয়ে অপপ্রচার চালাচ্ছে। প্রকৃতপক্ষে, আপনারা যতক্ষণ ইসলাম ও মুসলিমদের স্বার্থ পরিত্যাগ করে তাদের রাজনৈতিক স্বার্থে সমঝোতা করবেন ততক্ষণ তারা সন্তুষ্ট থাকবে, অন্যথায় আপনাদের সাথে শত্রুতায় লিপ্ত হবে। এই যালিম শাসকদের সাথে যেকোন সমঝোতার ব্যাপারে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আমাদেরকে সতর্ক করেছেন, **"যারা আল্লাহ্'র নামে কৃত অঙ্গীকার এবং প্রতিজ্ঞা সামান্য মূল্যে বিক্রয় করে, আখিরাতে তাদের কোন অংশ নেই। আর তাদের সাথে কেয়ামতের দিন আল্লাহ্ কথা বলবেন না। তাদের প্রতি (করুণার) দৃষ্টিও দেবেন না। আর তাদেরকে পরিশুদ্ধও করবেন না। বস্তুতঃ তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক আযাব"** [সূরা আলি ইমরান : ৭৭]। এছাড়া, এসব যালিম শাসকগোষ্ঠীর সাথে সমঝোতা করলে আপনাদের উপর মুসলিম জনগোষ্ঠীর আস্থা ও সমর্থন চলে যায় এবং আপনাদেরকে জনবিচ্ছিন্ন করে আপনাদের উপর দমন-নিপীড়ন করার সুযোগ তৈরী হয়।

হে সম্মানিত আলেমবৃন্দ! "আলেমরা (জ্ঞানীরা) হলেন নবীদের উত্তরসূরী" [তিরমিযি, আবু দাউদ]। খিলাফতের শাসন আমলে আপনারা ছিলেন মর্যাদা ও গৌরবের অধিকারী। কাফির সাম্রাজ্যবাদীগোষ্ঠী ১৯২৪ সালে খিলাফত ধ্বংসের পর থেকে মুসলিম দেশসমূহে তাদের দালাল শাসকদের মাধ্যমে মুসলিমদের উপর ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ ও গণতন্ত্র চাপিয়ে দেয়। যেহেতু এই ব্যবস্থা ইসলামের আক্বীদা পরিপন্থী সেহেতু তৎকালীন আলেমগণ এর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন; তখন থেকেই আলেমদেরকে নিশ্চিহ্ন করার প্রক্রিয়া শুরু হয় এবং মুসলিম উম্মাহ্ বহু আলেমদের হারিয়ে ফেলে, যারা সত্যকে সুউচ্চে তুলে ধরতেন। আলেম এবং ইসলামকে সমাজ এবং রাষ্ট্র থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখা হচ্ছে কাফির সাম্রাজ্যবাদী ও তাদের দালাল ধর্মনিরপেক্ষ শাসকগোষ্ঠীর অন্যতম একটি নীতি, যাতে মুসলিম উম্মাহ্ পুনঃজাগরিত হতে না পারে। এজন্যে ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থাকে মূলধারা থেকে বাদ দিয়ে দান-সদকার উপর নির্ভরশীল করে রাখা হয়েছে, যাতে আপনারা উপযুক্ত জ্ঞানচর্চার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হন, প্রযুক্তিগত জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে আত্মনির্ভরশীল হয়ে

সমাজ ও রাষ্ট্রের উপর প্রভাব বিস্তার করতে না পারেন। অনেক প্রতিকূলতার মধ্যেও ধর্মপ্রাণ মুসলিম জনগোষ্ঠীর সমর্থন ও তত্ত্বাবধানে আপনারা সমাজের মানুষকে দ্বীনি শিক্ষা প্রদান করছেন। আপনাদের ঈমান-আক্বীদা রক্ষার আন্দোলন ও মোদীবিরোধী আন্দোলন জনগণের ব্যাপক সম্পৃক্ততা ও সমর্থন পেয়েছে, যা সরকারকে ভীতসন্ত্রস্ত করেছে, যার ফলে সরকারও আপনাদেরকে জনবিচ্ছিন্ন করার জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছে। জনগণের মধ্যে শত শত মাদ্রাসার অবস্থান এবং মাদ্রাসাগুলোর হাজার হাজার নিবেদিতপ্রাণ তরুণ শিক্ষার্থীদের মধ্যে ইসলামের পুনঃজাগরণের সম্ভাবনা নিয়েও সরকার দুশ্চিন্তাগ্রস্থ। তাই মুসলিমবিদ্বেষী হাসিনা সরকার মাদ্রাসাগুলোতে কঠোরতা আরোপের মাধ্যমে সেগুলোকেও বিরাজনীতিকরণের পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করছে এবং মাদ্রাসাগুলোকে কিভাবে বন্ধ করা যায় অথবা নিয়ন্ত্রণ করা যায় সে পরিকল্পনা নিয়ে অগ্রসর হচ্ছে, যা সমাজ ও রাষ্ট্র থেকে ইসলামের পুনঃজাগরণকে ঠেকাতে কাফির সাম্রাজ্যবাদীদের বৃহত্তর পরিকল্পনার একটি অংশ। আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন, **"তারা মুখের ফুঁৎকারে আল্লাহ্'র আলো নিভিয়ে দিতে চায়। আল্লাহ্ তাঁর আলোকে পূর্ণরূপে বিকশিত করবেন যদিও কাফেররা তা অপছন্দ করে"** [সূরা আস-সাফ : ৮]।

হে সম্মানিত আলেমবৃন্দ! রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন, **"বনী ইসরাঈলীদের সিয়াসাত (রাজনীতি) করতেন নবীগণ। যখন এক নবী মৃত্যুবরণ করতেন তখন তাঁর স্থলে অন্য নবী আসতেন, কিন্তু আমার পর আর কোনও নবী নেই। শীঘ্রই অনেক সংখ্যক খলীফা আসবেন"** [বুখারী]। রাজনীতি বা সিয়াসাত (জনগণের বিষয়াদি দেখাশুনা করা) একটি পবিত্র দায়িত্ব; যে দায়িত্ব অতীতে নবীগণ পালন করতেন। তাই নবীগণের উত্তরসূরী হিসেবে রাজনীতি করা আপনাদেরও ঈমানী দায়িত্ব। অন্যদিকে, ধর্মনিরপেক্ষ ও গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় রাজনীতি হলো স্বার্থের রাজনীতি; স্বাভাবিকভাবেই এই রাজনীতির ফসল হচ্ছে দুর্নীতি ও দুর্বৃত্তায়ন। তাই ধর্মনিরপেক্ষ ও গণতান্ত্রিক রাজনীতি থেকে জনগণকে মুক্ত করতে ইসলামী রাজনীতিতে জনগণকে সম্পৃক্ত করা আপনাদের কর্তব্য। উপরোক্ত হাদিস থেকে এটাও স্পষ্ট, একমাত্র খিলাফত ব্যবস্থার মাধ্যমে মুসলিম উম্মাহ্'র তত্ত্বাবধান নিশ্চিত হবে। আপনারা জানেন, কিভাবে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর ওফাতের পর খিলাফত ব্যবস্থার মাধ্যমে একের পর এক খলীফা ইসলাম দিয়ে মুসলিম উম্মাহ্'র বিষয়াদি দেখাশুনা করেছেন, ইসলামের উপর কাফির-মুশরিকদের আক্রমণ প্রতিহত করেছেন এবং পৃথিবীতে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছে দিয়েছেন। খিলাফতবিহীন অবস্থায় মুসলিম উম্মাহ্ বর্তমানে এতীমের মত অভিভাবকশুন্য। যার ফলে কাফির-মুশরিকদের মদদে হাসিনা সরকার ইসলাম ও মুসলিমবিদ্বেষের ঘৃণ্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পারছে, ইসলামের পক্ষে আন্দোলন করার কারণে সরকারের মামলা-হামলায় হাজার হাজার মুসলিম ঘর-বাড়ী ছেড়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে এবং সম্মানিত আলেমগণও হাসিনা সরকারের জেল-জুলুম হতে রেহাই পাচ্ছে না। তাই ইসলামকে হেফাজত করতে হলে এবং আপনাদের হারানো মর্যাদা ও গৌরব ফেরত পেতে হলে খিলাফত ব্যবস্থাকে ফিরিয়ে আনতে হবে। আপনারা জানেন, একজন খলীফা'র উপস্থিতি কতটা জরুরী তা স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে যখন সাহাবাগণ (রা.) আমাদের প্রাণপ্রিয় রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর ওফাতের পর রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর দাফন কাজ বিলম্বিত করে আগে খলীফা নির্বাচন করেছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন, **"যে ব্যক্তি এমন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে যে তার কাঁধে (কোন খলীফা'র) বাই'আত (আনুগত্যের শপথ) নেই তবে তার মৃত্যু হচ্ছে জাহেলী যুগের মৃত্যু।"** [মুসলিম]।

হে সম্মানিত আলেমবৃন্দ! আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন, **"আর (আপনি) উপদেশ দিতে থাকুন, কারণ নিশ্চয়ই উপদেশ বিশ্বাসীদের উপকারে আসে"** [সূরা আয-যারিয়াত : ৫৫]। আপনাদেরকে দমন ও নিয়ন্ত্রণ করার সরকারের যে চক্রান্ত চলছে তা ব্যর্থ করতে আমরা, **হিযবুত তাহ্রীর**/উলাইয়াহ্ বাংলাদেশ আপনাদেরকে তিনটি বিষয় স্মরণ করিয়ে দিতে চাচ্ছি:

এক: যালিম হাসিনা সরকারের গ্রেপ্তার-হয়রানী, জেল-যুলুম এবং ভয়ভীতির প্রেক্ষাপটে আত্মরক্ষা করতে অথবা তুচ্ছ দুনিয়াবী স্বার্থ হাসিল করতে তার সাথে কোন প্রকার সমঝোতা করা হচ্ছে আত্মঘাতী এবং ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহ্'র সাথে বিশ্বাসঘাতকতা। হাসিনা সরকারের ইসলাম ও দেশবিরোধী অপকর্মকে চ্যালেঞ্জ করা আপনাদের ঈমানী দায়িত্ব। রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন, **"লোকের ভয় যেন তোমাদেরকে হক্ব কথা বলা হতে বিরত না রাখে যখন তা তোমাদের নিকট স্পষ্ট হয়; সত্য বলা এবং সৎকর্ম করা কখনই মৃত্যুকে তরান্বিত করে না এবং রিজিককেও সংকুচিত করে না"** [আহমদ, ইবনে হাব্বান, ইবনে মাজাহ]।

দুই: ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ ও গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ইসলামের আক্বীদা পরিপন্থী এবং এই ধর্মনিরপেক্ষ শাসকগোষ্ঠী হচ্ছে, মুসলিম উম্মাহ্'র শত্রু কাফির সাম্রাজ্যবাদীদের দালাল। আপনারা জনগণের সম্মুখে বর্তমান কুফর ধর্মনিরপেক্ষ ও গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার মুখোশ উন্মোচন করুন এবং জনগণকে কাফির সাম্রাজ্যবাদীদের চাপিয়ে দেয়া এই যুলুমের ব্যবস্থাকে প্রত্যাখ্যান করার নির্দেশ দিন। আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন, **"নিশ্চয়ই যারা গোপন করে, আমি যেসব বিস্তারিত তথ্য এবং হিদায়েতের কথা নাযিল করেছি মানুষের জন্য কিতাবের মধ্যে বিস্তারিত বর্ণনা করার পরও; সে সমস্ত লোকের প্রতিই আল্লাহ্'র অভিসম্পাত এবং অন্যান্য অভিসম্পাতকারীগণেরও"** [সূরা আল-বাকারা : ১৫৯]।

তিন: "তোমাদের মাঝে এমন একটি দল থাকা উচিত, যারা কল্যাণের প্রতি আহ্বান করবে এবং সৎকাজের নির্দেশ দিবে আর অসৎকাজে নিষেধ করবে এবং এরাই সফলকাম।" [সূরা আলি ইমরান : ১০৪]। আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা'র এই নির্দেশটি বাস্তবায়নে জেরুজালেমের প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ শেখ তাক্বীউদ্দিন আন-নাবাহানি'র নেতৃত্বে **১৯৫৩** সালে **হিযবুত তাহ্রীর** প্রতিষ্ঠিত হয়। আপনারা জানেন, **হিযবুত তাহ্রীর** প্রায় সত্তর বছর যাবত বিশ্বব্যাপী মুসলিম উম্মাহ্'র পুনঃজাগরণ ও খিলাফতে রাশিদাহ্ পুনঃপ্রতিষ্ঠার বুদ্ধিবৃত্তিক ও রাজনৈতিক আন্দোলন করে যাচ্ছে যার বর্তমান আমীর প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ আতা-বিন-খলিল আবু আল-রাশতা। **হিযবুত তাহ্রীর** কখনও জনগণকে মিথ্যা বলেনা এবং খিলাফত পুনঃপ্রতিষ্ঠার আন্দোলনে জান-মাল ও মূল্যবান ত্যাগ স্বীকার করে যাচ্ছে। আপনাদের নিকট **হিযবুত তাহ্রীর**-এর উদাত্ত আহ্বান, আপনারা জনগণকে **হিযবুত তাহ্রীর**-এর সাথে খিলাফত প্রতিষ্ঠার কাজে অংশগ্রহণ করার জন্য অনুপ্রাণিত করুন এবং সামরিক অফিসারদেরকে সা'দ ইবনে মুয়াজের ঈমানী চেতনায় অনুপ্রাণিত করুন যাতে এই অফিসারগণ বর্তমান ধর্মনিরপেক্ষ ও গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে অপসারণ করে খিলাফত প্রতিষ্ঠায় **হিযবুত তাহ্রীর**-কে নুসরাহ্ (ক্ষমতা) প্রদান করে।

"তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান আনে আর সৎকাজ করে আল্লাহ্ তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে তিনি তাদেরকে অবশ্যই পৃথিবীতে খিলাফত দান করবেন যেমন তাদের পূর্ববর্তীদেরকে দান করেছিলেন..." [সূরা আন-নূর : ৫৫]

২৬ রমযান, ১৪৪২ হিজরী
৮ মে, ২০২১ খ্রিষ্টাব্দ